অধ্যায় - ৪৫

কাকাসাহেব দীক্ষিতের সন্দেহ এবং আনন্দ রাও-য়ের স্বপ্ন, বাবার শোওয়ার তক্তা।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত তিন অধ্যায়ে বাবার নির্বাণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এখন বাবার সাক্ষাৎ স্বরূপ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর নিরাকার স্বরূপ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। এ পর্যন্ত বাবার জীবিতকালের ঘটনা ও লীলাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমাধিস্থ হওয়ার পরও অনেক লীলা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে **বাবা অমর এবং আগের মতনই নিজের ভক্তদের সাহায্য প্রদান করছেন**। জীবিতকালে বাবার সংস্পর্শ বা সৎসঙ্গ যারা লাভ করেছিল তাদের ভ্যাগের প্রশংসা কেই বা করতে পারে? তবুও যদি তাদের মধ্যে কারও-কারও ঐন্দ্রিক ও সাংসারিক সুখের প্রতি বৈরাগ্য না এসে থাকে তাহলে সেটাকে তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে কথাটি সে সময় অনুসরণ করা উচিত ছিল এবং এখনো করা উচিত সেটা হল অনন্য ভাবে বাবার প্রতি ভক্তি। সমস্ত চেতনা, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও মনকে একাগ্র করে বাবার পূজো বা ধ্যানাদি করার অভিলাষ যদি থাকে তো সেটা শুদ্ধ মন ও অন্তঃকরণ দিয়ে করা উচিত।

পতিব্রতা স্ত্রীর পতিপ্রেমের উপমা কখনো-কখনো লোকেরা গুরু-শিষ্যর প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে। তবুও শিষ্য ও গুরুর প্রেমের তুলনায় পতিব্রতার প্রেম শুষ্ক এবং অসাড়। মা, বাবা, ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন জীবনের লক্ষ্য (আত্মসাক্ষাত্কার) প্রাপ্ত করাতে কোন সাহায্য করতে পারে না। তার জন্য আমাদের স্বয়ং নিজের পথ অন্বেষণ করে আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হতে হয়। সত্য ও অসত্যের বিবেক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখের ত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং শুধুমাত্র মোক্ষের ইচ্ছে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। অন্যদের উপর নির্ভর না করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে। যদি আমরা এই ভাবে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করার অভ্যাস করি তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, এই সংসার নশ্বর ও মিথ্যা। তখন সাংসারিক পদার্থের প্রতি আমাদের আসক্তি উত্তরোত্তর কম হতে থাকবে এবং শেষে তাদের প্রতি বৈরাগ্য সহজেই উৎপন্ন হবে। তার পরই এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে ব্রহ্ম আমাদের গুরু

ভিন্ন আর কেউ নন। বরং আসলে তিনি সদ্‌বস্তু (পরমাত্মা) এবং এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁরই প্রতিবিম্ব। অতএব এই ভাবে প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে তাঁকেই দর্শন করে তাঁর পূজো করা উচিত। এই সাম্য ভাবই দৃশ্যমান জগতের প্রতি ঔদাসীন্য জাগরিত করার জন্য মূল মন্ত্র। এই সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর হয়ে ব্রহ্ম বা গুরুকে অনন্য ভাবে ভক্তি করলে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মবোধ অর্জন করা যায়। সংক্ষেপে, গুরুর কীর্তন ও তাঁর ধ্যান আমাদের সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করার যোগ্যতা প্রদান করে এবং তার ফলেই পরমানন্দ লাভ হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনা এই তথ্যের প্রমাণ-

কাকাসাহেবের সন্দেহ ও আনন্দরাও-এর স্বপ্ন ঃ-

সকলেই জানে যে বাবা শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিতকে শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ ১) শ্রীমদ্‌ভাগবৎ ২) ভাবার্থ রামায়ণ রোজ পাঠ করার আদেশ দিয়েছিলেন। বাবার জীবৎকালে কাকাসাহেব এই গ্রন্থগুলি প্রত্যহ পাঠ করতেন (বাবার দেহরক্ষার পরও সেই অভ্যাস ত্যাগ করেননি)। একবার চৌপাটীতে (বম্বে) কাকাসাহেব ভোরবেলা একনাথী ভাগবৎ পাঠ করছিলেন। মাধবরাও দেশপান্ডে (শামা) এবং কাকা মহাজনীও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই মন দিয়ে পাঠ শ্রবণ করছিলেন। সেই সময় একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়া হচ্ছিল। গ্রন্থের এই অংশ বিশেষটিতে 'নবনাথ' এবং তাঁদের ভক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষভ বংশের নয় জন নাথ বা সিদ্ধযোগী যেমন- কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ভাগবৎ ধর্মের মহিমা রাজা জনককে বুঝিয়েছিলেন। রাজা জনক এঁদের প্রত্যেককে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং এঁরা সবাই সন্তোষজনক উত্তর দেন। কবি ভাগবত ধর্ম, হরি ভক্তির বৈশিষ্ট্য, অন্তরিক্ষ মায়া কি, প্রবুদ্ধ মায়া থেকে মুক্তির বিধি, পিপ্পলায়ন পরমব্রহ্মের স্বরূপ, আবিহোত্র কর্মের স্বরূপ, দ্রুমিল পরমাত্মার অবতার ও লীলা, চমস নাস্তিকের মৃত্যুর পর গতি এবং করভাজন কলিকালে ভক্তির পদ্ধতির যথাবিধি বর্ণনা করেন। এই সবের একটাই মানে বেরোয় যে কলিযুগে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন কেবল হরিকীর্তন বা গুরু চরণের চিন্তন। গ্রন্থ পাঠ শেষ হলে কাকাসাহেব খুবই নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে মাধররাও এবং অন্য উপস্থিত লোকেদের বলেন- "নবনাথদের ভক্তি-পদ্ধতির গরিমা কে না গায়? কিন্তু সেগুলি অভ্যাস করা কত দুষ্কর? তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত। কিন্তু আমাদের মত মূর্খদের মধ্যে কোন ধরনের ভক্তি উৎপন্ন হওয়া কি কখনো সম্ভব হতে পারে? অনেক জন্মের পরও ঐ রকম ভক্তি প্রাপ্ত হয় না। তাহলে আর মুক্তি পাব কি করে? আমার তো মনে হচ্ছে যে আমাদের জন্য কোন আশাই নেই।" মাধবরাও -য়ের এই ধরনের নিরাশাবাদ ধারণা

ভাল লাগে না। উনি বলেন- "আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমরা বাবার মত অমূল্য হীরে (গুরু-রত্ন) পেয়েছি। তাই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বাবার প্রতি অচল বিশ্বাস থাকলে চিন্তার কোন কারণ দেখি না? নবনাথদের ভক্তি হয়ত অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দৃঢ় এবং প্রবল, কিন্তু আমরাও কি প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তি করছি না? বাবা অভ্রান্ত ভাবে ও অধিকার পূর্ণ শব্দে বলেননি কি যে শ্রীহরি বা গুরুর নাম জপ করলেই মুক্তি লাভ হবে? তবে আর ভয় বা চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে?" কিন্তু মাধবরাও-য়ের এই আশ্বাসে কাকাসাহেবের সন্দেহ দূর হয় না। উনি সারাদিন চিন্তিত ও ব্যগ্র হয়ে থাকেন। এই চিন্তাতেই ডুবে ছিলেন যে কি ভাবে নবনাথদের মত ভক্তি প্রাপ্ত করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আনন্দরাও পাখার্ডে নামক এক ভদ্রলোক মাধবরাওকে খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছন। সেই সময় ভাগবৎ পাঠ চলছিল। শ্রী পাখার্ডেও মাধবরাও-য়ের কাছে গিয়ে বসেন ও ওঁর সাথে ফিস্-ফিস্ করে কথা বলতে শুরু করেন। উনি নিজের স্বপ্ন মাধবরাওকে শোনাচ্ছিলেন। এঁদের কানাঘুষায় পাঠে বাধা পড়ছিল। অতএব কাকাসাহেব পাঠ বন্ধ করে মাধবরাওকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি ব্যাপার, কি কথা হচ্ছে?" মাধবরাও বলেন- "গতকাল তুমি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে, এইটি তারই সমাধান। গতকাল বাবা শ্রী পাখার্ডেকে স্বপ্ন দেন, সেটি ওঁর কাছেই শোন। **এতে বলা হয়েছে যে বিশেষ বা অসাধারণ ভক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কেবল গুরুকে নমন এবং তাঁর চরণপূজোই যথেষ্ট।"**

সবারই স্বপ্নটি শোনার তীব্র উৎকণ্ঠা হচ্ছিল, বিশেষ করে কাকাসাহেবের। সবার অনুরোধে শ্রী পাখার্ডে নিজের স্বপ্নের বিষয়ে বলতে শুরু করেন- "আমি দেখলাম যে এক গভীর সাগরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোমর অবধি জল এবং হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই শ্রী সাইবাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি একটি রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসে পা ডুবিয়ে আছেন। এই সুন্দর দৃশ্য ও বাবার মনোহর স্বরূপ দেখে আমার চিত্ত বড়ই প্রসন্ন হয়। এই দর্শন এত বাস্তব যে স্বপ্ন বলে আমার মনেই হচ্ছিল না। আমি দেখি যে মাধবরাওও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি আমায় আবেগের সঙ্গে বলেন, "আনন্দরাও! বাবার শ্রীচরণ ছোঁও।" আমি উত্তর দিই- "আমিও ত তাই করতে চাই, কিন্তু ওঁর শ্রীচরণ তো জলের নীচে। এবার বলো আমি কি করে নিজের মাথা, ওঁর চরণে রাখি? আমি নিরুপায়!" এই শুনে শামা বাবাকে বলেন- "ও দেব! দয়া করে আপনার পা দুটি জল থেকে তুলুন।" বাবা তক্ষুনি তাঁর পা দুটি তুললেন এবং তৎক্ষণাৎ আমিও তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। বাবা আমায় আশীর্বাদ করে বললেন - "তোমার কল্যাণ হোক। তুমি পরমার্থ লাভ করবে। ঘাবড়াবার বা চিন্তা করার কোন দরকার

নেই।" উনি আমায় এও বলেন- "একটি জরি পাড়ের ধুতি আমার শামাকে দিও, তাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

বাবার আদেশানুযায়ী শ্রী পাখার্ডে একটা ধুতি এনেছিলেন এবং কাকাসাহেবকে অনুরোধ করেন- "দয়া করে এটি মাধবরাওকে দিন।" কিন্তু মাধবরাও সেটি নিতে রাজী হন না।

উনি বলেন- "বাবা যদি আমাকে গ্রহণের জন্য কোন আভাস বা ইঙ্গিত দেন তবেই আমি এটি নেব, নাহলে নয়।" একটু তর্ক-তর্কির পর কাকাসাহেব দৈব-আদেশসূচক চিরকূট বার করে এই সমস্যার সমাধান করা স্থির করেন। কাকাসাহেবের নিয়ম ছিল যে যখনই উনি কোন সন্দেহের সম্মুখীন হতেন তখন দুটি চিরকুটের উপর 'স্বীকার' 'অস্বীকার' লিখে তার থেকে একটা তুলে নিতেন। তাতে যা উত্তর পেতেন সেই মতই কাজ করতেন। তাই উপযুক্ত বিধি অনুসারে দুটো চিরকুট লিখে বাবার ছবির সামনে রাখা হল এবং একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে তোলানো হল। 'স্বীকার' লেখা কাগজটি ওঠায় মাধবরাওকে ধুতিটি গ্রহণ করতে হল। এই ভাবে আনন্দরাও এবং মাধবরাও সন্তুষ্ট হন এবং কাকাসাহেবের সন্দেহও দূর হয়। ঘটনাটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে **অন্যান্য সাধু-সন্তদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করা উচিত। নিজের মা অর্থাৎ গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা অতি আবশ্যক। আমাদের কল্যাণের বিষয়ে অন্য লোকেদের চেয়ে তাঁর চিন্তা থাকে বেশী।**

বাবার নিম্নলিখিত কথাগুলি নিজের হৃদয় পটলে অঙ্কিত করে নাও - "**এই বিশ্বে অসংখ্য সাধু-সন্ত রয়েছেন। কিন্তু নিজের পিতাই (গুরু) আসল পিতা (আসল গুরু)। অন্যরা যতই-মধুর উপদেশ দিন, নিজের গুরুর উপদেশ ভোলা উচিত নয়।** সংক্ষেপে সার এই যে প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালবাসো, তাঁর শরণে যাও এবং তাঁকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম করো। তবেই তুমি দেখতে পাবে যে তোমার সামনে ভবসাগরের অস্তিত্ব ঠিক তেমনি, যেমন সূর্য্যের সামনে অন্ধকার।"

বাবার শয়নের জন্য কাঠের তক্তা -

বাবা নিজের জীবনের পূর্বার্দ্ধে একটা কাঠের তক্তার উপর শুতেন। সেই তক্তাটি চার হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া ছিল, যার চার কোণায় চারটি মাটির প্রদীপ জ্বলতো। পরে বাবা সেটি টুকরো-টুকরো করে ফেলে দেন (এর বর্ণনা দশম অধ্যায়ে করা হয়েছে)। এক সময় বাবা ঐ তক্তাটির মাহাত্ম্য কাকাসাহেবকে বর্ণনা করে

শোনাচ্ছিলেন। কাকাসাহেব সব শুনে বলেন- "এখনো যদি আপনার তক্তায় শুতে ভালো লাগে তাহলে মস্‌জিদে একটা অন্য তক্তা ঝুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি স্বচ্ছন্দে তার উপর শুতে পারেন। তখন বাবা বলেন- "মহালসাপতিকে নীচে ছেড়ে এখন আর আমি উপরে শুতে চাই না।" কাকাসাহেব বলেন- "যদি অনুমতি দেন তাহলে মহালসাপতির জন্য আমি আরেকটা তক্তা টাঙ্গিয়ে দিচ্ছি।"

বাবা বলেন- "সে তক্তার ওপর কি করে শুতে পারবে? এ কি অত সহজ কাজ? অনেক গুণ থাকলে তবেই পারা যায়। যে খোলা চোখে ঘুমোতে পারে সেইই এর যোগ্য পাত্র। আমি ঘুমোবার সময় প্রায়ই মহালসাপতিকে আমার পাশে বসে আমার বুকের উপর হাত রেখে হরি নাম জপ হচ্ছে কি না লক্ষ্য করতে বলি। যদি আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে তাহলে যেন তক্ষুনি জাগিয়ে দেয়। কিন্তু এত টুকুও সে করতে পারে না। সে নিজেই ঝিমুতে থাকে। যখন ভগতের হাত আমার ভারী মনে হয় তখন আমি জোরে ডেকে উঠি 'ও ভগত।' তখন ও ঘাবড়ে গিয়ে চোখ খোলে। যে মাটিতেই (ভূমিতে) ভালভাবে বসতে শুতে পারে না, যার আসন স্থির নয় এবং যে নিদ্রার দাস, সে কি ঝোলান তক্তায় শুতে পারবে?" অনেক সময়ই বাবা ভক্তদের বলতেন- "আমি আমার মত, সে তার মত।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।